শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই স্কুল)

বিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : সপ্তম

একক : মুঘল সাম্রাজ্য (পঞ্চম অধ্যায়)

উপএকক : প্রথম থেকে শেরশাহের শাসনকাল পর্যন্ত

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সুলতানি যুগের স্থায়িত্বকাল ছিল ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধের মাধ্যমে। এই যুদ্ধে বাবর আফগান নেতা ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লিতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৫২৬-১৭০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে মুঘলরা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। তবে মধ্যবর্তী ১৫৪০ খ্রিঃ - ১৫৫৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দিল্লির শাসনভার আফগান নেতা শেরশাহ ও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহের হাতে চলে যায়। পরে মুঘলরা ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আবার তা পুনরুদ্ধার করেন।

আজ আমরা উক্ত আধ্যায়ে শেরশাহের সংস্কার পর্যন্ত আলোচনা করবো।

আলোচ্য পাঠের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

- **মোগল বা মুঘল :** 'মোঙ্গ' শব্দটি থেকে মোঙ্গল কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ হল 'নির্ভীক'। এই মোঙ্গল কথাটি থেকেই 'মোগল' বা 'মুঘল' কথাটির উৎপত্তি। বর্তমানের মোঙ্গলিয়া-ই ছিল মোঙ্গলদের আদি বাসভূমি ও পরে তারা মধ্য এশিয়ায় এসে বসবাস শুরু করে।

- **বাদশাহ :** মুঘল সম্রাটরা নিজেদের বাদশাহ বা বাদশা উপাধিতে ভূষিত করতেন। বাদশাহ বা পাদশাহ বা পাদিশাহ শব্দগুলি ফরাসি শব্দ। ফরাসি ভাষায় 'পাদ' শব্দের অর্থ প্রভু ও 'শাহ' শব্দের অর্থ শাসক বা সম্রাট। মুঘল সম্রাটরা নিজেদের খুব শক্তিশালী শাসকরূপে বোঝাতে যুগ্মভাবে এই শব্দ ব্যবহার করতেন।

- **সফাবি ও উজবেক :** সফাবিরা ছিল ইরানের একটি রাজবংশ ও উজবেকরা ছিল মধ্য এশিয়ার একটি তুর্কিভাষী জাতি।

- **পাট্টা ও কবুলিয়ত :** শেরশাহের শাসনকালে সরকার কৃষকদের একটি দলিল প্রদান করতো। তাতে জমির পরিমাণ, প্রজার নাম, স্বত্ব ও দেয় রাজস্বের কথা উল্লেখ থাকতো - একেই পাট্টা বলা হতো ও কৃষকরা পাট্টার বদলে নির্দিষ্ট রাজস্ব দেওয়ার কথা কবুল করে একটি দলিল সরকারকে দিতো তাকেই কবুলিয়ত বলা হতো।

- **দাগ ও হুলিয়া :** শেরশাহ তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সুগঠিত করার উদ্দেশ্যে দাগ ও হুলিয়া ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করেন। দাগ হলো অশ্ব বা ঘোড়ার গায়ে দাগ বা চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থা। হুলিয়া বলতে বোঝায় সৈন্যদের ঠিকানা ও দৈহিক বিবরণ লিখে রাখার প্রক্রিয়া।

মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা ও বিস্তার

বাবর (১৫২৬ খ্রিঃ - ১৫৩০ খ্রিঃ)

- ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবর। তুর্কি ভাষায় বাবর শব্দের অর্থ হল 'সিংহ'। তাঁর প্রকৃত নাম জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর।
- জন্ম : ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার ফরগনা রাজ্যে।
- পিতার নাম ওমর শেখ মির্জা ও মাতার নাম কুতলুগ নিগার খানুম।
- বাবর পিতৃকুলের দিক থেকে তুর্কিবীর তৈমুরলঙ ও মাতৃকুলের দিক থেকে মোঙ্গলীয় বীর চেঙ্গিজ খানের বংশধর ছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর মাত্র বারো বছর বয়সে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফরগনা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে কাবুল জয় করেন। কাবুল জয়ের পর তিনি ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন।
- ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদি বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।
- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল প্রথম পানিপথের যুদ্ধে আফগান নেতা ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত ও নিহত করে বাবর দিল্লি দখল করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।
- দিল্লি দখলের পর ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ মেওয়াড়ের রানা সংগ্রাম সিংহ ও কিছু আফগান দলপতিদের মিলিত বাহিনীর সঙ্গে বাবরের খানুয়ার প্রান্তরে খানুয়ার যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ ছিল মুঘলদের কাছে ধর্মযুদ্ধ। যুদ্ধের সৈন্যদের 'ধর্মযোদ্ধা' বা 'গাজি' বলে জোটবদ্ধ করা হয়েছিল। যুদ্ধে বাবর জয় লাভ করেন। রাজপুত্র নেতা রানা (সঙ্গ) পরাজিত হন।
- ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বাবর মালবরাজ মেদিনীরাইকে পরাজিত করে 'চান্দেরী' দূর্গ জয় করেন।
- ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর মিলনস্থলের কাছে ঘর্ঘরা নামক স্থানে জৌনপুরের শাসনকর্তা মামুদ লোদি, বিহারের শাসনকর্তা শের খাঁ ও বাংলার নসরৎশাহের মিলিত বাহিনী বাবরকে বাধা দেয়। দুই পক্ষের যুদ্ধে বাবর জয় লাভ করেন। মোগল সাম্রাজ্য পূর্ব বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই যুদ্ধ ঘর্ঘরা যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের এক বছর পর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর বাবরের মৃত্যু হয়।

জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর
(১৫২৬-৩০ খ্রিঃ)

↓

হুমায়ুন
(১৫৩০-৪০ খ্রিঃ, ১৫৫৫-৫৬ খ্রিঃ)

↓

আফগান শাসন
শেরশাহ
(১৫৪০-৪৫ খ্রিঃ)

↓

ইসলাম শাহ
(১৫৪৫-৫৪ খ্রিঃ)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ

প্রথম পানিপথের যুদ্ধ
(১৫২৬ খ্রিঃ)

খানুয়ার যুদ্ধ
(১৫২৭ খ্রিঃ)

গোগরা বা ঘর্ঘরার যুদ্ধ
(১৫২৯ খ্রিঃ)

চৌসার যুদ্ধ
(১৫৩৯ খ্রিঃ)

কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ
(১৫৪০ খ্রিঃ)

হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৩৯ খ্রিঃ)

- বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার মতো উদ্যমী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। হুমায়ুন শব্দের অর্থ 'ভাগ্যবান'। সিংহাসনে আরোহন করার পর তিনি তাঁর আত্মীয় এবং আঞ্চলিক শাসকদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন।
- বাংলা ও বিহারের আফগান শাসক ও গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ তাঁর বিরোধিতা করেন। হুমায়ুন আফগানদের দমনের উদ্দেশ্যে বুন্দেলখন্ডের 'কালিঞ্জর দূর্গ'টি অবরোধ করেন ও ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে 'চুনার দূর্গ' অবরোধ করেন।
- চুনার দূর্গের অধিপতি ছিলেন শের খাঁ। তিনি সাময়িক হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করলেও পরে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন।
- ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের কাছে চৌসা নামক স্থানে হুমায়ুনের সাথে শের খাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে আগ্রায় ফিরে যান।
- ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পুনরায় শের খাঁকে দমন করতে অগ্রসর হলে কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হন ও দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে পারস্যে আশ্রয় নেন।
- ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে দিল্লি জয় করে মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির পুরোনো কেল্লার পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

শেরশাহ (১৫৪০-৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

- হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খাঁ 'শেরশাহ' উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল ফরিদ খাঁ, ও পিতা ছিলেন শুরবংশীয় আফগান শাসক হাসান খান। তিনি বিহারের সাসারামের জায়গিরদার ছিলেন।
- হুমায়ুনকে চৌসা (১৫৩৯ খ্রিঃ) ও বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রিঃ) পরাজিত করে শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেন ও শাসক হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।
- মাত্র পাঁাচ বছর রাজত্বকালে তিনি নানা সংস্কার সাধন করেন। ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কার ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি কবুলিয়ত ও পাট্টা ব্যবস্থার প্রচলন করেন।
- তিনি শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৪৭ টি সরকার ও প্রতিটি সরকারকে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন। প্রতিটি সরকারে একজন করে 'শিকদার-ই-শিকদারান' ও 'মুন্সেফ-ই-মুন্সেফান' নিযুক্ত থাকতেন। তাঁরা আইন শৃঙ্খলা, ভূমি রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত কাজ করতেন। পরগণাগুলিতে শিকদার, মুন্সেফ, আমিন, কানুনগো, প্রমূখরা নিযুক্ত ছিলেন।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪০ মাইল পথ নির্মাণ করেন। যা 'সড়ক-ই-আজম' বা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। এছাড়াও ঘোড়ার পিঠে ডাক আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও আগ্রা থেকে যোধপুর ও চিতোর পর্যন্ত একটি সড়ক তৈরী করেন।
- শেরশাহের একটি সুদক্ষ সেনাবাহিনী ছিল, যার প্রধান ছিলেন ব্রহ্মজিৎ গৌড়। সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য 'দাগ' ও 'হুলিয়া' ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করেন।
- তিনি 'দাম' নামে একপ্রকার মূদ্রার প্রচলন করেছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করে তিনি এক উন্নত শাসন কাঠামো রচনা করেছিলেন এবং শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ (১৫৪৫-৫৪ খ্রিঃ) দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

HOME WORK

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (প্রতিটি প্রশ্নে মান : ১)

১. মুঘলরা নিজেদের কার বংশধর বলে গর্ববোধ করতেন ?
২. তৈমুরলঙ কত খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারত আক্রমণ করেন ?
৩. বাবর কত খ্রিস্টাব্দে কত বছর বয়সে ফরগণার অধিপতি হন ?
৪. উজবেকরা কোন্ ভাষায় কথা বলতেন ?
৫. কত খ্রিস্টাব্দে বাবর 'পাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন ?
৬. চলদিরানের যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল ?
৭. খানুয়ার যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল ?
৮. ঘর্ঘরার যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল ?
৯. 'ধর্মযোদ্ধা বা গাজি' বলে কাদের অভিহিত করা হয়েছিল ?
১০ 'সড়ক-ই-আজম' রাস্তাটি কে নির্মাণ করেন ?

উত্তর সংকেত

- তুর্কি ভাষায়
- ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে
- তৈমুর লঙ
- ১৪৯৪ খ্রিঃ, ১২ বছর বয়সে
- শেরশাহ
- মুঘল সেনাবাহিনীকে
- ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে
- ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে
- বাবর ও রানা সংগ্রাম সিংহ
- ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে

২. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (প্রতিটি প্রশ্নের মান : ২)

(ক) তৈমুরীয় উত্তরাধিকার নীতি ও মুঘল উত্তরাধিকার নীতির মধ্যে কী পার্থক্য ছিল ?
উঃ - তুর্কি নেতা তৈমুর লঙের বংশধরদের তৈমুরীয় বলা হয়। তৈমুরীয় নীতি অনুযায়ী সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য বংশধরদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো কিন্তু মুঘলদের কোনো উত্তরাধিকার নীতি ছিল না। উত্তরাধিকাদের মধ্যে সম্রাটের মনোনীত প্রার্থীই সিংহাসনে বসতেন। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন তৈমুরীয় নীতির ব্যতিক্রম ঘটান ও এই নীতি না মেনে ভাইদের মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ করে দেননি। শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের কিছু অংশের দায়িত্ব প্রদান করেন। ফলে তাঁর ভাইরা সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করেননি।

(খ) সার্বভৌম শাসক বলতে কী বোঝ ?
(গ) মুঘল রণকৌশল নীতিটি কেমন ছিল ?
(ঘ) কত খ্রিস্টাব্দে কোন্ যুদ্ধে সফাবিরা উজবেকদের পরাজিত করে ?
(ঙ) কত খ্রিস্টাব্দে কাদের মধ্যে ঘর্ঘরার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ?
(চ) যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য শেরশাহ কী করেছিলেন ?

৩. বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নাবলী (প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৪)

(ক) হয়মায়ুনের সঙ্গে আফগানদের দ্বন্দ্বের কারণ কী ছিল ?
(খ) শেরশাহের সংস্কারগুলি আলোচনা করো। (উত্তর সংকেত : ভূমিকা → কেন্দ্রীয় সরকার → প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা → ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা → সামরিক সংস্কার → যোগাযোগ ব্যবস্থা → মূল্যায়ন)

(উত্তর লেখার জন্য উপরোক্ত শেরশাহ বিষয়ক আলোচনা দেখো)

৪. রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী (প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৮)

(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বাবরের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

(উত্তর লেখার জন্য উপরোক্ত বাবর বিষয়ক আলোচনা দেখো)

SRAJ

*** [অধ্যায়টি বুঝতে কোনো অসুবিধা হলে comment box করে নিজের নাম, শ্রেণি, বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা ও ফোন নম্বরসহ লিখে পাঠাও। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ফোনের মাধ্যমে সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে।]